টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬.

Regd. No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

(দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্

রঘুনাথগঞ্জ

সদরঘাট ও ব্রাঞ্চ—ফুলতলা

সকল রকমের সাইকেল,

সাইকেল—রিকশ—ষ্টোভ—

ডেলাইট—হাজাক পার্টস,

বেবী সাইকেল, পেরামবুলেটর

প্রভৃতি

সুলভে পাওয়া যায়।

৫৯শ বর্ষ
২৬শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২২শে কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৭৯ সাল।
৮ই নভেম্বর, ১৯৭২

নগদ মূল্য ঃ ১০ পয়সা
বার্ষিক ৪৲, সডাক ৫৲

পল্লীর রেশন ডিলারদের উপর

সরকারী আমলার চোখ রাঙানি

আর কত দিন চলবে ?

রঘুনাথগঞ্জ, ৩রা নভেম্বর—চলতি সপ্তাহে সাগরদীঘি থানার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ রেশন ডিলার স্থানীয় এফ, সি, আই গোডাউন থেকে মাল ডেলিভারী নেওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতার এবং ফুড এণ্ড সাপ্লাই অফিসের সি, আই এর অভদ্র আচরণ ও চোখ রাঙানির কথা আজ 'জঙ্গিপুর সংবাদ' এর প্রতিনিধির কাছে জানান।

প্রকাশ, মহকুমা খাদ্য ও সরবরাহ সংস্থা থেকে এক নির্দ্দেশনামায় জানানো হয়েছে যে জঙ্গিপুর মহকুমার সমস্ত ডিলারগণকে সপ্তাহের প্রথম দু'দিন অর্থাৎ সোম ও মঙ্গলবার ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার জঙ্গিপুর শাখায় টাকা জমা দিতে হবে। কিন্তু ব্যাঙ্কে দু'টির বেশী কাউণ্টার না থাকায় এবং বেলা দু'ঘটিকায় লেনদেন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অনেক ডিলারকে বাধ্য হয়ে নির্দ্ধারিত দু'দিনের পরেও টাকা জমা দিতে হয়। তারপর ইনডেণ্ট পাশ করাবার জন্য খাদ্য ও সরবরাহ অফিসে গেলে সি, আই শ্রীধীরেন্দ্র বিশ্বাস তাদেরকে চোখ রাঙিয়ে বলেন "এটা কি মুদীখানার দোকান পেয়েছেন ? ইনডেণ্ট পাশ করা হবে না, যান আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করুন গে। হয় আপনারা থাকবেন, নয় তো আমি। এভাবে চলতে পারে না।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু প্রশ্ন, এভাবে দেরী হওয়ার জন্য কি কেবলমাত্র ডিলাররাই দায়ী ? প্রশাসনযন্ত্রকে কি দায়ী করা চলে না ? ব্যাঙ্কেও কি অতিরিক্ত কাউণ্টার খোলা যায় না ? ইনডেণ্ট যদিও বা পাশ হয়, গোডাউনে মাল ডেলিভারী নিতে এলেই গোল বাধে। কর্ত্তৃপক্ষের সাফ জবাব—গেট আউট ! আজ হবে না—কাল। তার পরদিন গেলেও সেই একই কথা—আজ না কাল। এভাবে সপ্তাহ প্রায় শেষ হয়ে যায়। সোমবার থেকে শুক্রবার পর্য্যন্ত ডিলারদের বিশেষ করে সাগরদীঘির ডিলারদের হয়রাণ হ'তে হয়। চোখ রাঙানি সহ্য করতে হয় আর হয় তাদের অর্থের অপব্যয়। শুধু তাই নয়—এভাবে জনসাধারণও তাদের সাপ্তাহিক রেশনদ্রব্য সময়মত পান না।

আমরা জনসাধারণের রেশনদ্রব্য পাওয়ার বিষয়ে অসুবিধার কথা চিন্তা করে বর্ত্তমান সঙ্কটজনক মুহূর্ত্তে ডিলারদের ঘাড়ে সমস্ত দোষ না চাপিয়ে কর্ত্তৃপক্ষকে প্রশাসন ব্যবস্থার রদবদল করে সুষ্ঠুভাবে রেশনদ্রব্য সরবরাহের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

জাতীয় সড়কের উপর পুলিশী ঔদাসীন্যের প্রতিবাদে লরী-চালকদের অবস্থান ধর্ম্মঘট

ফরাক্কা, ৩রা নভেম্বর—গত ১লা নভেম্বর সকালে বেনিয়াগ্রাম এল, সি, টি ঘাটের অনতিদূরে ৩৪নং জাতীয় সড়কের উপর বেশ কিছু সংখ্যক লরীচালক ফরাক্কা থানার পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে অবস্থান ধর্ম্মঘট শুরু করে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ঐ দিন ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় বিন্দুগ্রামে কলকাতাগামী আলু বোঝাই লরীর উপর ঐ অঞ্চলের দুষ্কৃতকারীরা হামলা চালিয়ে সমস্ত মাল লুট করে। লরীচালক ফরাক্কা থানায় এই অভিযোগ উপস্থিত করলে পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ অভিযোগ গ্রহণে অস্বীকৃত হয়। দুষ্কৃতকারীদের বাড়ী দেখিয়ে দিলেও পুলিশ তাদের গ্রেপ্তারে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। উল্টে অভিযোগকারীর নিকট হতে ঘুষ দাবী করে। অভিযোগকারী তা দিতে অস্বীকার করায় পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ তাকে হাজতে দিবার হুমকি দেখায়। জাতীয় সড়কের উপর এই ধরণের লুঠতরাজ পুলিশের সহায়তায় বহুদিন হতে চলে আসছে বলে সংবাদে প্রকাশ। লরীচালকগণ অনেকদিন হতে এই ধরণের প্রতিকারহীনভাবে লরীর মাল খুইয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আসছে। তাই লরী-চালকরা ঐ দিনই এর প্রতিবাদে সম্মিলিতভাবে জাতীয় সড়কের উপর অবস্থান

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে কার্ত্তিক বুধবার সন ১৩৭৯ সাল।

॥ একটি মানবিক কর্তব্য ॥

'ও পদ্মার ঢেউ রে, আমার শূন্য হৃদয়পদ্ম নিয়ে যা রে'—বোধ করি, জঙ্গিপুর মহকুমার গঙ্গা-পদ্মা তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষ এই আহ্বান জানাইবেন না। কারণ, আহ্বান উচ্চারিত হইবার পূর্ব হইতেই গঙ্গা ও পদ্মা 'হৃদয়পদ্ম' নয়, তীরবর্তী অঞ্চলের গ্রাম-জনপদ ক্রমশই গ্রাস করিয়া চলিয়াছে। এই এক সর্বনাশা ক্ষুধা, যাহার নিবৃত্তি নাই। অতি ভোজনের ফলে দুই-এক বৎসর করাল গ্রাস বন্ধ থাকে; হয়ত তাহাদের অগ্নিমান্দ্য থাকে বলিয়া। আবার দেখা যায়, তাহাদের গর্ভে বিলীন হইতে গ্রামের পর গ্রাম, জমি, বাগান, মানুষের সাধের বাস্তুভিটা।

এখনকার ও বিশ-পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার ধুলিয়ানে অনেক তফাৎ। গঙ্গার ভাঙ্গনে হটিতে হটিতে অনেক পশ্চিমে আসিয়াছে। ইহার সঙ্গে আনুষঙ্গিক বহু গ্রাম বিস্তৃত এলাকা জুড়িয়া গঙ্গার 'তরল তরঙ্গে' লুপ্ত হইয়াছে। খাস নিমতিতা ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের এক বিরাট অংশ গঙ্গা আপনার কুক্ষিগত করিয়াছিল। পদ্মা নিশ্চিন্ত হইয়া ছিল না। জঙ্গিপুর-লালগোলা অঞ্চলের বিস্তীর্ণ অংশ সে গ্রাস করিয়াছে। বস্তুতঃ প্রতি বৎসর গঙ্গা ও পদ্মার সর্বনাশা ভাঙ্গনে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষ চূড়ান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন। কত সুখ-দুঃখ-আশানিরাশার দ্বন্দ্বদোলায়িত ঘাতপ্রতিঘাতময় জীবনছন্দের তিক্তমধুর স্মৃতিবিজড়িত কুটির-অট্টালিকা গঙ্গাপদ্মা বিলীন করিয়াছে। ইহা হইতে পরিত্রাণের জন্য অসহায় মানুষ গৃহহারা হইয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে।

আমাদের সংবাদদাতা সমসেরগঞ্জ থানার গঙ্গার সর্বনাশা ভাঙ্গনের খবর দিয়াছেন। নিমতিতার দ্বারপ্রান্তে গঙ্গা আসিয়া গিয়াছে। নূতন করিয়া সেখানে ভাঙ্গন আরম্ভ হইয়াছে এবং বেশ কিছু গ্রাম চলিয়া গেল জলের তলায়। নূতন করিয়া শত শত পরিবারকে নিরাশ্রয় হইতে হইল।

সংবাদে জানা যায় যে, জেলার তিনজন কংগ্রেসী এম-এল-এ ভাঙ্গন সরেজমিনে দেখিয়াছেন। কিন্তু এই ভাঙ্গন রোধ করার জন্য কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের স্তরে এখনও কাজ আরম্ভ হয় নাই। অচিরেই পাথর-বোল্ডার ফেলিয়া ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলকে চরমতম ক্ষতি হইতে বাঁচানর দরকার। এই আশু প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য না দিলে নিকটবর্তী পূর্বরেলপথ (হাওড়া-কাটোয়া-বারহারোয়া) আবার বিপন্ন হইবে। একবার ধুলিয়ান অঞ্চলের রেললাইন গঙ্গায় গিয়াছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় ভাগীরথী নদীর পূর্বতীরস্থিত জঙ্গিপুর শহরের কথা। পদ্মা কাটিতে কাটিতে সাইদাপুর গ্রামের নিকটে আসিয়া গিয়াছে। গিরিয়া, খেজুরতলা, রামেশ্বরপুর, ইদিলপুর গ্রাম গিয়াছে, মিঠিপুর যাইতেছে এবং সেকন্দরা গ্রামও যায় যায়। কাজেই এখানকার ভাঙ্গনের দিকেও নজর রাখা খুবই উচিত। যদি পদ্মা আবার ক্ষেপিয়া উঠে তবে জঙ্গিপুরকে কাটিয়া লইয়া পদ্মা ভাগীরথী যুক্ত হইয়া যাইতে পারে। এই অঞ্চলের বহু গ্রাম ইতঃপূর্বে পদ্মাগর্ভে গিয়াছে।

'তবতটনিকটে যস্য নিবাসঃ, খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ'—শঙ্করাচার্য ঠিকই বলিয়াছেন। গঙ্গা ও পদ্মা তাহাদের খেয়াল-খুশির ব্যাপার চালাইতে থাকিলে মানুষকে পরলোকপ্রাপ্তির দ্বারা বৈকুণ্ঠবাসী হইতে হইবে। জঙ্গিপুর মহকুমাকে বাঁচাইবার দায়দায়িত্ব রাজ্য তথা কেন্দ্রীয় সরকারের; আর এই বাঁচার দাবীকে জোরদার করিয়া তুলিয়া ধরার পরম কর্তব্য—যেমন স্থানীয় এম-এল-এ দের, তেমনি বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনেরও। জঙ্গিপুর মহকুমার গঙ্গা-পদ্মা তীরবর্তী অঞ্চলের অসহায় দরিদ্র মানুষদের পক্ষ হইতে সকলের কাছে আমরা এই মানবিক আবেদন রাখিতেছি।

গঙ্গার ভাঙ্গন এলাকা পরিদর্শন

ফরাক্কা, ৩রা নভেম্বর—সম্প্রতি গঙ্গার বন্যা নিয়ন্ত্রণ কমিশনের চেয়ারম্যান, শ্রীএস, কে, বন্দ্যোপাধ্যায় ফরাক্কায় এসেছিলেন, তাঁর প্রধান কার্য্যালয় পাটনা থেকে। কেন্দ্রীয় সেচ মন্ত্রকের নির্দেশানুসারে গঙ্গার সর্বনাশা ভাঙ্গন-এলাকা পরিদর্শন এবং তার প্রতিরোধের কি ব্যবস্থা করা যায়, খতিয়ে দেখাই ছিল তাঁর প্রধান সফর-সূচী। প্রকাশ, গত ১লা নভেম্বর তিনি কালিয়াচকের ভাঙ্গন বিধ্বস্ত পঞ্চানন্দপুর দেখার পর ফরাক্কার নয়নসুখ থেকে ধুলিয়ান পর্য্যন্ত এবং ধুলিয়ান থেকে ভাটির দিকে নিমতিতা, অরঙ্গাবাদ হয়ে ভাগীরথীর পুরণো উৎসমুখ বিশ্বনাথপুর দেখে ফিরে আসেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে বার বার অনুরোধ-চাপ পড়ায় বর্তমান সমীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে প্রকাশ। দীর্ঘদিন সর্বনাশা ভাঙ্গনের ফলে পঞ্চানন্দপুর বহুদিন পূর্বেই গঙ্গাগর্ভে গিয়েছে। ফরাক্কার ভাটি থেকে বিশ্বনাথপুর পর্য্যন্ত যদি ভাঙ্গন অব্যাহত থাকে এবং কোন ব্যবস্থা যদি অবলম্বিত না হয় তবে অদূর ভবিষ্যতে ফীডার ক্যানাল, জাতীয় সড়ক এবং রেল সড়ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা বলে প্রকাশ।

অসাবধানবশতঃ 'জঙ্গিপুর সংবাদ'এর ১লা নভেম্বর তারিখের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 'জঙ্গিপুর কলেজে বিজ্ঞান-বিভাগে কোন বিষয়ে অনার্স পড়ানো হয় না' সংবাদটি ভুল থাকায় আমরা দুঃখিত্।

—সঃ জঃ সঃ

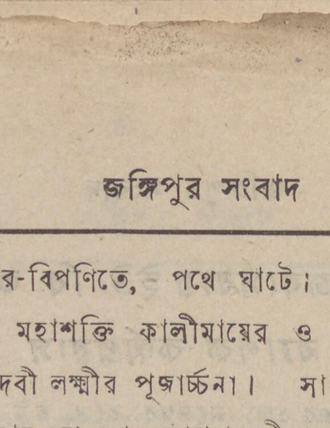

দেওয়ালী :

দেশে ও বিদেশে

—ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

দীপাবলীর অপর নাম দেওয়ালী। এই উৎসবের জনপ্রিয়তা শুধু এ দেশেই নয়, বিদেশেও। জাতীয় উৎসব হিসাবে এর স্বীকৃতি অনেক দেশেই আছে। দেওয়ালী আলোর উৎসব, আনন্দের উৎসব, সম্মিলনের উৎসব, সংহতির উৎসব। এর পিছনে আছে সুপ্রাচীনকালের গৌরবদৃপ্ত ঐতিহ্য, সংস্কার-নির্ভর লৌকিক বিশ্বাস, মানুষের বিজয় গৌরবের স্মৃতিবিজড়িত ইতিহাস। তাই দেশ-বিদেশের মানুষ দেওয়ালীর রাত্রে প্রজ্বলিত করে দেয় 'সারি সারি প্রদীপমালা যত।' প্রদীপের প্রদীপ্ত শিখায় এবং উজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে গৃহাঙ্গণ, জনপদ, রাজপথ। তামসী রজনীর নিশ্চিদ্র অন্ধকার ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে অগণিত দীপালোকে। মানুষ আলোর পিয়াসী, অমৃতের সন্তান। তাই মানুষের প্রার্থনা আলোকের, অমৃতের। বহুকাল আগে ঋষিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল আলোর, অমৃতের প্রার্থনা—

তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যো মা অমৃতোগময়।

এ প্রার্থনা শুধু সে যুগের নয়, এ যুগেরও বলতে পারি যুগান্তরের। এ যুগের ঋষি কবির কণ্ঠেও সেই বাণী সেই কামনা—

'যাক অবসাদ বিষাদ কালো,
দীপালিকায় জ্বালাও আলো
জ্বালাও আলো, আপন আলো,
শুনাও আলোর জয় বাণীরে।
দেবতারা আজ আছে চেয়ে—
জাগো ধরার ছেলেমেয়ে
আলোয় জাগাও ধরণীরে।'

মহাশক্তি কালীপূজার রাত্রিতে এ দেশে হয় দেওয়ালীর অনুষ্ঠান। এর আনুষ্ঠানিকতা শুধু দেশ-কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—অন্য দেশেও এর প্রচলন। আমাদের দেশে দেওয়ালীর উৎসবানুষ্ঠান, আলোকসজ্জা সাধারণতঃ লক্ষ্মীপূজার পর কার্ত্তিক মাসের কোন এক সময়ের দিকে হয়। বিদেশে কোথাও কোথাও জুলাই মাসে, আবার কোথাও নভেম্বর মাসে এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ভারত-বর্ষের কাশ্মীর হতে কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত প্রায় অনেক স্থানেই দেওয়ালীর প্রদীপ জ্বলে উঠে ঘরে ঘরে, বাজার-বিপণিতে, পথে ঘাটে। এর সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় মহাশক্তি কালীমায়ের ও সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীর পূজার্চ্চনা। সাধকেরা হন শক্তির সাধনায় ধ্যানমগ্ন, ভাগ্যান্বেষীরা দ্যূত ক্রীড়ার মধ্যে দিয়ে যাপন করেন দেওয়ালীর নিশি।

এই অনুষ্ঠানের উদ্ভবের সময়কাল সুপ্রাচীন। জানা যায়, প্রাচীনকালে দ্বীপবাসী কেল্টরা তাদের বাসভূমিতে আগুন জেলে দেওয়ালীর অনুষ্ঠান করতো। খুব সম্ভব লৌকিক বিশ্বাস এবং অন্ধ সংস্কারের বশেই তাদের এই অনুষ্ঠান হোতো। দ্বীপাঞ্চলে নাকি পরী আর ডাইনীদের ছিল উৎপাত। হয়তো এই কারণেই উৎপাত বন্ধ করার প্রয়াসে তারা আলোকোৎসবের আয়োজন করেছিল। হয়তো সে কারণেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দ্বীপকে অগ্নির আলোক-শিখায় ভরে দিত।

দেওয়ালীর উৎসবকে ঘিরে দেশে বিদেশে আছে অনেক কিংবদন্তী, অনেক লোক-বিশ্বাস – যার কিছু পরিচয় আছে মানুষের মনে, পুঁথির পাতায়, ইতিহাসের কাহিনীতে। শোনা যায়, অত্যাচারী রাজা বালির পীড়ন থেকে দেবতাদের মুক্ত করার জন্য ভগবান একদা অবতীর্ণ হয়েছিলেন বামনরূপে। সেই দিনটি হলো দেওয়ালীর দিন। এই সময়েই শ্রীকৃষ্ণ নিহত করেছিলেন নরকাসুরকে। এই দিনেই শ্রীরামচন্দ্র বনবাসের জীবন শেষ করে এসেছিলেন অযোধ্যায়। পুরবাসীরা সুসজ্জিত প্রদীপালোকে তাঁকে জানিয়েছিল স্বাগত সম্ভাষণ। এই দিনেই বিক্রম অব্দ শুরু হয়। গুপ্ত সম্রাট বিক্রমাদিত্য তাঁর সাম্রাজ্য আক্রমণকারী হূনদের পরাভূত করেন। ফলে প্রদীপ শিখা জেলে সেদিন বিজয়োল্লাস করা হয়েছিল। জৈন সম্প্রদায়ও স্মরণ করে এই পবিত্র দিনটিকে। কারণ মহাবীর জৈন এই দিনে মহানির্বাণ লাভ করেছিলেন। তাই তাদের কাছে দেওয়ালীর দিন বড় তাৎপর্য্যপূর্ণ। একবিংশতিতম শতাব্দীর কিছু আগে স্বল্প সংখ্যক ইহুদী সৈন্য তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে জয়লাভ করেছিল। তাদের সেই যুদ্ধের নাম Maccabean war. আটদিন ব্যাপী আলোকসজ্জা আর বিজয়োল্লাসের মধ্যে তারা উদ্‌যাপন করেছিল এই দিনটি। এই আলোকোৎসবের নাম—Hanukah. কোল, ভীল, সাঁওতাল, ওঁরাও প্রভৃতি আদিম জাতিরাও দেওয়ালীর রাত্রিতে তাদের কুটিরের আঙিনা আলোকিত করে রাখে মৃন্ময় প্রদীপের আলোয়। পশ্চিম বাংলায় দেওয়ালী এক বিশেষ আনন্দের দিন। মহাশক্তিরূপিনী কালী-মায়ের পূজার্চ্চনায় আর ভাগ্যদেবী লক্ষ্মীর বন্দনায় পূজামণ্ডপ ও গৃহগুলি মুখরিত হয়ে উঠে। নিশীথিনী হয় আলোর মালায় সজ্জিত আর আতশবাজির দীপ্তিতে উজ্জ্বল। শিখ সম্প্রদায়েরাও এই উৎসবে জ্বেলে দেয় দীপাবলী। অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির আলোর মালা পড়ে এক অপরূপ সৌন্দর্য্যশ্রী ধারণ করে। শিখদের কাছে এ বড় পবিত্র দিন। তাদের গুরুগোবিন্দ সম্রাট জাহাঙ্গীরের বন্দীশালা হতে মুক্তিলাভ করে ফিরলে তারা দেওয়ালীর আলোক-সজ্জা করে তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়। সৌরাষ্ট্রেও এ অনুষ্ঠান কিছুটা স্বতন্ত্রভাবে উদ্‌যাপিত হয়। এখানের অধিবাসীরা ছোরা (chora) মন্দিরকে সাজিয়ে দেয় প্রদীপ-মালায়। শ্রেষ্ঠীরা থাকে দেনা পাওনা হিসাবনিকাশে ব্যস্ত।

এ দেশের মত বিদেশেও হয় দেওয়ালীর ব ব্যঞ্জক অনুষ্ঠান। ঘরে ঘরে জ্বালানো হয় আলো বর্ত্তিকা, পথে পথে ঝোলান হয় রঙিন ফেস সম্মিলন হয় হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের। এই উপল নেপালে হয় পাঁচ দিন ধরে অনুষ্ঠান। দোকান

রাজপথ বর্ণালী পুষ্পে আর প্রদীপালোকে হয় শোভিত। উৎসবের পাঁচটির দিনের একটি করে নাম আছে—বায়স দিবস, সারমেয় দিবস, গাভী দিবস, ষণ্ড দিবস, ভ্রাতৃ দিবস। নেপালীদের এই অনুষ্ঠানের নাম 'তিহার'। প্রতি বছর চৌদ্দই জুলাই ফরাসী দেশে হয় দেওয়ালীর আলোকসজ্জা। ফরাসী বিপ্লবের এক স্মরণীয় দিন হিসাবে এ দেশের মানুষ দীপালোক জেলে আর আতশবাজি পুড়িয়ে উৎসব পালন করে। জাপানেও এই উৎসব আরও বর্ণাঢ্য। এখানে 'তোরো নাগাশি'র মত সম মর্য্যাদায় অনুষ্ঠিত হয় দেওয়ালী। জুলাই মাসে এই অনুষ্ঠান। এর নাম Feast of lantern. জাপানীরা বিশ্বাস করে—তাদের পূর্ব্ব পুরুষদের স্বর্গত আত্মা এই পবিত্র দিনে তাদের আত্মীয় পরিজনের জন্য আশীর্ব্বাদ নিয়ে নেমে আসে সমাধির পাশে। তাই তারা পালন করে প্রদীপ প্রজ্বলনের পবিত্র উৎসব। জুলাই মাসে আমেরিকায় স্বাধীনতার সনদ স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই দিনটিকে উপলক্ষ্য করে আমেরিকা-বাসীরা পালন করে আলোর উৎসব।

মালয়িসিয়াতেও দেওয়ালী জাতীয় উৎসব বলে পরিচিত। সিংহল (বর্ত্তমান শ্রীলঙ্কা), সুমাত্রা, জাভাতেও দীপাবলীর আলোকে সজ্জিত করা হয় ঘর-বাড়ী। বর্ম্মাতেও এ উৎসবের নাম Tangeejun. এই উৎসব হয় নভেম্বর মাসে। তাদের বিশ্বাস—ভগবান বুদ্ধদেব এই পবিত্র দিনে লাভ করেছিলেন বোধি বা জ্ঞান। নাইমহুবা (Naeem Huba) চীন দেশের দেওয়ালী অনুষ্ঠান। আয়ার্লাণ্ডেও নাকি দেওয়ালীর মত আলোকোৎসব করা হয়ে থাকে। Loy Krathong হোলো তাদের দেওয়ালীর নাম।

দেওয়ালী বিজয়ের উৎসব। দেশবিদেশের মানুষের কাছে এ এক আনন্দের উৎসব। সেই আনন্দের অভিব্যক্তি ফুটে আতশবাজির উজ্জ্বল দীপ্তিতে আর দীপাবলীর আলোকসজ্জায়। এ আলোকের ঝর্ণাধারায় পরিপ্লুত হয়—দেশ-দেশান্তরের মানুষের মন।

জেলার জনসেবায় ইউ. বি. আই এর ব্যাপক কর্ম্মপ্রয়াস

১৯৭২ এর ১লা নভেম্বর হতে ইউ. বি. আই মুর্শিদাবাদ, মালদহ এবং পশ্চিম দিনাজপুরের সুদূর গ্রামাঞ্চলে জনসাধারণের ব্যাঙ্কের সুযোগ সুবিধা লাভের উপায় এবং তাদের মধ্যে সঞ্চয় স্পৃহা গড়ে তোলার জন্য গ্রামের হাটে হাটে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে, প্রচার পুস্তিকা বিতরণ করে, সংগীত ও নাটকানুষ্ঠান করে জনগণকে ব্যাঙ্কের নিকট হতে আর্থিক সুবিধা সুযোগ লাভের বিষয়ে অবহিত করার জন্য এক ব্যাপক প্রচার অভিযান শুরু করেছে। প্রয়োজন ভিত্তিতে এ সমস্ত জেলায় ব্যাঙ্কের কর্ম্মপ্রয়াসকে আরও বিস্তৃত করার জন্য ইউ. বি. আই জেলার বিভিন্ন স্থানে শাখা কার্য্যালয় খুলে পল্লীর জনগণের নিকটে ব্যাঙ্কের সুবিধা-সুযোগ পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

দুঃসাহসিক চুরি

নিমতিতা, ২৮শে অক্টোবর—কয়েকদিন আগে গভীর রাত্রে নিমতিতা হাটের শ্রীবিশ্বনাথ দাসের (ফিন্টু) মুদিখানার দোকানে এক দুঃসাহসিক চুরি হয়ে গিয়েছে। প্রকাশ, শ্রীদাস যখন রাত্রে দোকান ঘর বন্ধ করে বাইরের বারান্দায় ঘুমাচ্ছিলেন সেই সময় দুর্বৃত্তেরা ঘরের টাল খুলে ঘরে প্রবেশ করে ক্যাশ বাক্স ও অন্যান্য জিনিসপত্রে আনুমানিক দু'হাজার টাকার জিনিস নিয়ে চম্পট দেয়।

জমি নিয়ে দুই জায়গায় সংঘর্ষ
১ জন নিহত, ১ জন আহত

সাগরদীঘি, ৩রা নভেম্বর—চলতি সপ্তাহে জমি নিয়ে দুই জায়গায় দুইটি সংঘর্ষ হয়ে গিয়েছে। ফলে ১ জন মারা গিয়েছেন এবং ১ জন আহত হয়েছেন। কেউ গ্রেপ্তার হননি।

গত রবিবার নবগ্রাম থানার চুপড় গ্রামে জমি নিয়ে দুইজনের বচসা হয়। তার মধ্যে একজন অপর একজন ভাগচাষীকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে।

গতকাল সাগরদীঘি থানার হরিরামপুর গ্রামের অদূরবর্ত্তী এক মাঠে একদল গোয়ালা জমির ধান গরুকে খাওয়াতে গেলে জাগালদার তাদেরকে বাধা দেয়। গোয়ালরা তখন তার উপর চড়াও হয়ে মারধোর করে। সি, আর, পি বাহিনীর হস্তক্ষেপে অবস্থা আয়ত্বে আসে। কিন্তু কোন গ্রেপ্তারের সংবাদ পাওয়া যায় নি।

পাটভর্ত্তি নৌকা আটক ১২ জন চোরাকারবারী গ্রেপ্তার

নিমতিতা—জঙ্গিপুর মহকুমার হাসনপুরের সম্মুখে গত ২৬শে অক্টোবর রাত্রি ২টার সময় নিমতিতা ক্যাম্পের পেট্রল পার্টি বাংলাদেশ হতে আমদানিকৃত একটি নৌকাভর্ত্তি পাট পদ্মাবক্ষে দেখতে পেয়ে ঐ নৌকার পেছনে ধাওয়া করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই ঐ নৌকাটিকে ধরতে সক্ষম হন। নিরুপায় হয়ে চোরাকারবারীরা আত্মসমর্পণ করে। চোরা-কারবারীদের ১২ জনের মধ্যে ৭ জন চোরাকারবারী বাংলাদেশের আর ৫ জন মুর্শিদাবাদের। প্রকাশ, দুই দলের যোগসাজসে চোরাকারবার চালাচ্ছিল। সমস্ত মাল অরঙ্গাবাদের কাষ্টমস্ অফিসে জমা দেওয়া হয়েছে। চোরাকারবারীদের জঙ্গিপুরে চালান দেওয়া হয়েছে।

ফরাক্কায় প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীচিন্তামণি কর

ফরাক্কা, ৩রা নভেম্বর—কোলকাতার সরকারী শিল্প-কলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীচিন্তামণি কর সম্প্রতি ফরাক্কায় এসেছিলেন কেন্দ্রীয় সেচ মন্ত্রকের বিশেষ অনুরোধে। ব্যারাজের ১০৯টি এবং হেড রেগুলেটারের ১১টি টেসলার গেট নিয়ন্ত্রণ করার যে কন্‌ট্রোল বিল্ডিং তৈরী হয়েছে, সেটির বিভিন্ন তলার এবং বিভিন্ন ঘরের অভ্যন্তর ভারতীয় ভাবধারায় চিত্রিত ও সজ্জিত করার পদ্ধতি বাৎলে দেয়া এবং সহায়তা করার জন্য অনুরুদ্ধ হয়েছেন। ঠিক কি ভাবধারায় সজ্জিত ও চিত্রিত করা হবে সঠিক জানা যায়নি, তবে হাজার হাজার শক্তির আলোর রোশনাই আর এয়ার কনডিসন করার যন্ত্রপাতি পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্থানটি সশস্ত্র প্রহরা।

ইউবিআই এর নতুন সঞ্চয় ও আয় প্রকল্প

মাসিক আয়ের ফিকসড ডিপজিট স্কীম

সঞ্চয়ের ওপর এখন ফিকসড্ ডিপজিট সুদের হারে আয় প্রতিমাসে তুলে নিতে পারবেন

আপনাকে শুধু তিন হাজার বা তার বেশী টাকা কমপক্ষে তিন বছরের জন্য ইউবিআইতে রাখতে হবে। টাকা জমা দেবার একেবারে পরের মাস থেকেই আপনি এর সুবিধেগুলি পাবেন।

- দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে না ; সুদের আয় মাসে মাসেই তুলুন।
- মাসের পর মাস, বছরের পর বছর নিয়মিত একটা আয়ের ব্যবস্থা রাখুন।
- মাসিক আয় বাড়ানোর সুযোগ নিন।
- জমা টাকায় হাত পড়বে না, অথচ প্রতিমাসে নির্দিষ্ট আয় থাকবে।

এই প্রকল্পে সঞ্চয় ও আয়ের নমুনা

জমা	জমা টাকায় মাসিক আয়		ফিকসড ডিপজিটে বার্ষিক সুদের হার
	৩ বছরের মেয়াদে	৫ বছরের বেশী মেয়াদে	
৩,০০০ টাকা	১৬.২৫ টাকা	১৮.১২ টাকা	৩ বছরের মেয়াদে ৬½%
১০,০০০ টাকা	৫৪.১৭ টাকা	৬০.৪২ টাকা	৩–৫ বছরের মেয়াদে ৭%
৫০,০০০ টাকা	২৭০.৮৩ টাকা	৩০২.০৮ টাকা	৫ বছরের ঊর্ধ্বে ৭½%

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

UBF-3Ba-71

লড়ীচালকদের অবস্থান ধর্ম্মঘট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ধর্ম্মঘট শুরু করায় সড়কে চলাচলকারী যাত্রীবাহী বাস, সরকারী বেসরকারী গাড়ী এমন কি মধ্যপ্রদেশের সশস্ত্র পুলিশের গাড়ী পর্যন্ত গতিরুদ্ধ হয়। বিক্ষুব্ধ লরীচালকদের অনমনীয় মনোভাব এবং অবিচল অবস্থানে চলাচলে সংকট দেখা দেওয়ার খবর পেয়ে জঙ্গিপুরের মহকুমা-শাসক, এস, ডি, পি, ও সহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং লরীচালকদের সমস্ত অভিযোগ শোনেন। তিনি পনের দিনের মধ্যে এ সমস্ত অপকার্য্য বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর লরীচালকেরা তাদের ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করে নেয়। ঐ দিন ঐ অঞ্চলে তল্লাসী চালিয়ে কয়েকজন দুষ্কৃতকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিপ্লবী যুব সংস্থা কমিটি গঠন

নিমতিতা, ১লা নবেম্বর—গত ২৮-১০-৭২ তারিখ ফরাক্কা থানায় বিপ্লবী যুব সংস্থা কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত সভায় মুর্শিদাবাদ জেলার যুব সংস্থার (R. Y. O.) সম্পাদক কমরেড অমল কর্ম্মকার দেশের সর্ব্বস্তরের বেকার যুবকদের সংঘবদ্ধভাবে বেকারত্ব অবসানের দাবীতে আন্দোলন চালিয়ে যেতে আহ্বান জানান। সভাপতির ভাষণে কমরেড সাদেক হোসেন বিপ্লবী যুব সংস্থা কি চায় তার সবিশেষ আলোচনা করেন এবং আজকের এই বর্ত্তমান রাজনৈতিক সংকটে আর, এস, পি দলের কর্ম্মনীতির ব্যাখ্যা করেন।

নবগঠিত ফরাক্কা থানা বিপ্লবী যুব সংস্থা কমিটিতে সভাপতি—কঃ মহঃ নাশিরুদ্দিন, সহ-সভাপতি—কঃ সাদেক হোসেন, সম্পাদক—কঃ নিবারণ সরকার, যুগ্ম সহ-সম্পাদক—কঃ নাওসাদ আলি ও কঃ নারায়ণ চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ—পশুপতি সরকার এবং আরও ছয়জনকে কমিটির সদস্য হিসাবে নেওয়া হয়েছে।

চাষের বলদ চুরি

গত ১লা নভেম্বর গভীর রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ থানার পশই গ্রামে শ্রীবলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীর গোয়াল ঘরের চালের টাইল তুলিয়া একদল চোর প্রবেশ করে এবং দরজার তালা ভাঙ্গিয়া দুই জোড়া বলদ ও এক জোড়া মহিষ চুরি করিয়া লইয়া যায়। পুলিশে খবর দেওয়া হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন।

• ধুলো, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

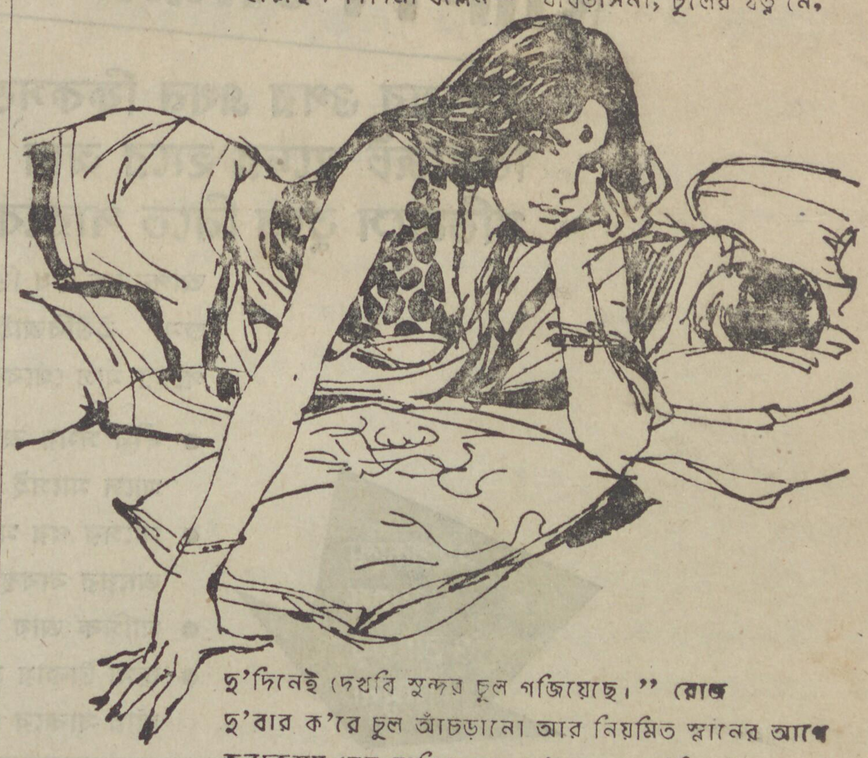

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।